প্রথম প্রকাশ
অন্নপূর্ণা পূজা দিবস
৮ই চৈত্র, ১৩৬৭

প্রকাশিকা
শ্রীমতী পুষ্প বসু
১২, ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
শ্রীসুধীর কুমার বসু

প্রচ্ছদ ছাপাই
বেলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২২, সুকিয়া‍স লেন
কলিকাতা-১

ছাপিয়েছেন
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭।১বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৮

বাঁধিয়েছেন
রতন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২২পি, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা-৯

কয়েকটি প্রাপ্তিস্থান :
বোস এ্যাণ্ড সন্স
পি ২১-২২, রাধাবাজার স্ট্রিট
কলিকাতা-১

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন
২০৩।২বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যাঁরা কলিকাতাকে

এবং

গোটা বাংলাদেশটিকে

ভালবাসেন

কুন্দ ধবল পুষ্পবরণী সর্বশুক্লা অয়ি
মানস আলোক বিহারিণী দেবী তুমি হও চিন্ময়ী
আঁধার জড়তা ঘুচায়ে অজ্ঞে মেধা দাও বাঙ্ময়ী
প্রজ্ঞা আলোকে মনুষ্যত্বে চিরকাল কর’ জয়ী

ভূমিকা

কবিতা রচনা করে শোনাবার ব্যাকুলতা সব রচয়িতারই থাকে আর সেই আকুলতা সৃষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে; তাই সাহিত্য অনুরাগী হিসাবে যখন 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন' এর একজন সদস্যরূপে মাসিক সাহিত্য বৈঠকগুলিতে যোগদান করি ও অন্যান্য সাহিত্যিকগণের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠের রস শ্রবণে উপভোগ করতে থাকি—তখন স্বকীয় কিছু রস পরিবেশন করতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় নব উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ফসল ফলাতে চেষ্টা করি; তারি কিছু শস্য দানা এখানে নিবেদন করছি।

নব পর্যায়ের রচনায় প্রথম ও দ্বিতীয় জাতকের প্রতি মমতার স্বাভাবিক আধিক্য থাকায় সে দুটি যথাক্রমে "চতুর্দশ দলীয়" এবং "কলিংবেল" এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

রচনার প্রথম পর্যায়ের একটি কবিতা "নেতাজী" এই কাব্য গ্রন্থের সম্মানার্থে তাহাও সন্নিবেশিত হ'ল।

কৃতজ্ঞতা পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে ঋণ স্বীকারের চেষ্টা করেছি।

সুধীর কুমার বসু

মাতৃহারা

স্বর্গের নেপথ্য হতে আসিল আহ্বান।
রজনী প্রভাতে হল তোমার প্রয়াণ।
চান্দ্রায়ণ মনোবাঞ্ছা—রহি অপেক্ষায়—
পূরণে সঙ্কল্পসিদ্ধি ; আর কিবা ভয় !
কর্মফল নিবেদিলে নারায়ণ পদে—
আগুলিয়া কে রাখিবে সকল বিপদে ?
জীবনের ধন সবে কাহারে সঁপিয়া
প্রেমের বন্ধন স্নেহ কেমনে ছিঁড়িয়া
কোন সে বৈকুণ্ঠবাসে হইয়া উন্মুখ
চলিলে জননী তুচ্ছ করি স্নেহ সুখ।
অষ্ট সপ্ততিতম বর্ষে কর্ম রচনা
বিমুগ্ধ তরুণ হিয়া পায় যে প্রেরণা—
অনলস সাধনা বিরামহীন কাজে
বার্ধক্য জড়ত্ব যত লুকাইল লাজে।
পরপারে চলি গেলে প্রাণের বন্ধন
ছিন্ন করি। ব্যর্থ হ'ল সর্ব আয়োজন—
মর্তলোকে কর্মব্যস্ত জীবনের শেষ
লভিলে অমরাপুরী—অমর্ত্য প্রবেশ।
দীনচিত্ত, সিক্তনেত্র—শুধু হাহাকার—
প্রণাম চরণে মাগো। স্মরি বারংবার।

নেতাজী

সুভাষ ! আকুল সুবাস সাথে আসে জনম তিথি
অলখ হতে গ্রহণ কর' ভারতবাসীর নতি।
তোমার পথের ইসারা রেখায় আসে স্বাধীনতা
ভারত মাতার বাঁধন মোচন—ঘোচাও হীনতা
উল্লাসে তাই মাতলো পরাণ উঠছে ধ্বনি ওই
"নেতাজী জিন্দাবাদ"—অযুতকণ্ঠে জানায় প্রণতি।
বাংলা মায়ের দুলাল ওগো আজও তোমার লাগি
প্রতি ঘরে জ্বলছে প্রদীপ—আঁখি রয়েছে জাগি
পরবাসী দুঃখ নাশি তুমি ত্বরায় এসো ফিরে
"জয় হিন্দ" মন্ত্রে বরণ করি—তোমার শাশ্বত গীতি।

—'সম্মেলনী'—

চতুর্দশদলীয়

শ্রেণী সংগ্রামে মদতে লাগাতার আছি
অসভ্য বর্বরতায় নিরুপায়ে বাঁচি
সাম্যবাদী জোর চালাই হাতুড়ী কাস্তে
সমাজতন্ত্রী বলছে কর' কিন্তু আস্তে
সংযুক্ত সমাজবাদী বলে দলে আছি
সমর্থন ঠিক তবে আসন অযাচি
বিপ্লব ও সাম্যবাদ এ মাটীতে গড়ি
দু নৌকার রাজনীতি আমরা না করি
লোকের সেবক লোক সঙ্ঘ রূপে আছি
পাহাড়িয়া সমতল থাকি কাছাকাছি
প্রজা সমাজের মঙ্গলে ভরেছি সাজি
সদিচ্ছার সংগ্রামে তাই সেজেছি আজি
চোদ্দদলে রেষারেষি কাজের কে কাজী
এগিয়ে যাবার ডাক যে দেয় নেতাজী
দল গড়তে সুরুতে দলাদলি হাঁচি
জনগণ খোঁজে কোন পথ যায় রাঁচি।

—'সংহতি'—

কলিং বেল

(বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তমলুক বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত)

"কি চাই বাবু! কলিং বেল স্প্রীংয়ের না ঠোকা"
"যা হোক কিছু হলেই হলো নেইক লেখা জোখা
আর কি ছাই হবে ঐ ডাকাডাকির জন্যে
ঘন্টি কেনা ; হায়রে তারা নিয়েছে মাথা কিনে
বেলের ডাকে কান দেয় কে সব কি এত বোকা
কার ঝাড়ে কে কাটছে বাঁশ—খুঁজছে মওকা"
"কি চাই বাবু! কলিং বেল স্প্রীংয়ের না ঠোকা"
"না ভাই না কিনবো না আর—হব' বাচ্চা খোকা
চিল চেঁচাব গলার জোরে করবো ডাকাডাকি
ঠিক শুনতে হবে তাদের এতে নেইক' ফাঁকি
কলিং বেল—ডিসিপ্লিন—বুর্জোয়া প্রতীক
নিয়ম ভাঙ্গা কানুনহারা বেপরোয়া পথিক
অনিয়মের মাঝে নিয়ম বৃথা খোঁজার ধোঁকা"
"বাবু মশায় তাহলে বুঝি চাই হাতুড়ি ঠোকা"

মাছের রক্ত

কালোকে করলো যারা সাদা—রক্তমোক্ষণে
অন্তরীণ করলে তাদের
তাদেরি বসত ছোট্ট দ্বীপের মাঝে ;
এখন বুক ফুলিয়ে সরবে বেড়ায় তারা
পুরোপুরি শতাংশ ভেজালে
বীর্য্যহীন করলো তোমার বংশধরদের সকাল সাঁঝে।
'বসত তাদের তোমার আনাচে কানাচে—
টগবগিয়ে মাছের রক্ত কি নাচে ?

আগমনী

দুরন্ত দানব পীড়নে যখন ধরণী যাবে উৎসন্ন
তখন তোমার আবির্ভাব হবে। হে দেবী!
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা আশ্বাস দিয়েছিলে সবারে
সেই ভরসায় সকল আশায় যত্নে লালন করছি
আর ভাবছি তোমার পুনরাগমনের আর কত দেরী।
হে আলোকময়ী!
কোন আলোকের আভায় তোমার উদয় হবে
যশোদানন্দিনী নন্দা অথবা রক্তদন্তা, কি শতাক্ষী কিম্বা ভীমা,
দানব ত্রাশিনী চণ্ডী, শাকম্ভরী, ভ্রামরী, সর্ব দুর্গতি বিনাশিনী দুর্গা
যেরূপ তোমার অভিলাষ সেই বেশ ধারণ কর।
তোমার আগমন হোক
আমরা আমাদের সকল ভক্তি, সব আকুতি দিয়ে
তোমায় আবাহন করি ঃ
দুঃখী তার দুঃখের ভাগ দেবে, লাঞ্ছিত দেবে তার লাঞ্ছনার অংশ,
উৎপীড়িতের ক্রন্দন ও শোকাতুরার শোক,
নিপীড়িতের আর্তনাদ, ব্যথিতের বেদনা,
নির্য্যাতীতের অপমান—নারীর লাঞ্ছনা ;
আর অশ্রুসিক্ত বন্যাক্রান্ত জীবনের হাহাকার—
সবে মিলে সাজিয়ে দেবে তোমায়
অপরূপা কৌশিকীর বেশে।
আমরা তোমায় আবাহন করি—তোমার আগমনী গাই ;
তোমার উচ্চ হা হা রবে সকল অশুভ
সব দুর্গতি শঙ্কিত হোক—
মেঘমুক্ত হোক শরতের আকাশ
শস্য শ্যামলা সবুজ ধরণী
শুভ্র কাশের চামরে হিল্লোলিত হোক
যজ্ঞানলের স্নিগ্ধ পূত সুগন্ধী ধূম দিকে দিকে হব্য নিয়ে যাক
তুমি এসো—তুমি এসো !!

—'আকাশ'—

কেউ অনাত্মীয় নয়

ধরণীতে সৃষ্টি হয়েছিল একটি আত্মা
রূপ নিল মানব মানবী
তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে
তার মধ্যে আমিও ছিলাম তুমিও ছিলে
আর ছিলেন আমাদের সকলের পিতা, পিতামহ,
মাতা, মাতামহ এবং তাঁদের
সহস্রাধিক পূর্বপুরুষের বংশলতিকা।
আত্মার কোষের এই বিভাজন
এ্যাটম, মলিকিউল, ইলেকট্রোন,
অণু, পরমাণু, আরও কত কি
আরো কত অসংখ্য গুণীতক,
দশমিক এবং পৌনঃপুনিক—
তাহলে কিউ. ই. ডি দাঁড়ায় এই
পৃথিবীর সব মানুষের সাথেই
আমার আছে আত্মিক সম্বন্ধ।

নবজাতক

ভাব, ভাষা, ভালবাসা ভ'রে
পরাণের প্রীতি, সুধা, গান
সকল মাধুরী থরে থরে
হৃদয়ের অন্তরের দান।
কল্পনা রূপায়িত বাস্তবে
ধরণীতে প্রাণের স্পন্দন
নিত্য পাতা বাহারের টবে
শোভা পাও অমৃতের ধন।

নিখোঁজ পারাবত নিরুদ্দেশ শান্তি

বাঁশ বাঁখারী কঞ্চি নিয়ে
চিলের ছাদে বেঁধে দিলাম ব্যোম
পরিয়ে দিলাম পায়ে রূপার ঘুঙুর—
সঙ্গে সঙ্গী সাথী আনতো আদর করে কত
দিবারাত্র কলমুখর শান্তি সুখের পায়রা যত।
সিটি দিয়ে উড়িয়ে দিলাম ঊর্ধ আকাশে
সিরাজু, পরপন, কাগজী, গেরোয়াজ,
কত লক্কা, মুখ্যি, কড়িয়াল
সবই যেন মহাশূণ্যে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ ;
ফিরবে কবে অথবা চিরকাল কি
রইবে আঁটা মহাকাশের বিচিত্র ঐ ফ্রেমে।
বকম বকম অকর্মা কেলেগোলা যত
হায় সব কটার বদলে যদি পেতাম ভারিক্কে একটা হুমার
তবে নিরুপদ্রব মনের শান্তি, ঘরের শান্তি
সন্দেহাতীতরূপে
আনতো নিয়ে শান্তি আর তাদের ফিরিয়ে।

টবের বাগানে জুঁই, বেলফুল ও রজনীগন্ধার ঝাড়
কত কারকিত নিড়েন আর কাঁচির ছাঁট
জলের ঝারি, খুরপি তদারকি সব
মিথ্যে হ'ল—উঠলো বেড়ে ফণী মনসার ঝোপ ;
আমার কেয়ারি বাগানে ফুটলো না আর ফুল
এত পায়রা ওড়ালুম তবু শান্তিটুকু কই
এলো না ত ফিরে।

ডায়মণ্ড হারবার

(ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন সভায় রচিত)

ডায়মণ্ড হারবার—হীরক বন্দর
তীক্ষ্ণ দ্যুতি বিচ্ছুরিত
কৌণিক তীর্য্যক রৌদ্র ঝিকমিক
গৈরিক রঞ্জিত তরঙ্গ ও তট
বুক চিরে ঢেউ তুলে অর্ণব যান
হীরকের সমতুল দ্রব্যের সম্ভার
দূর দেশে নিয়ে চলে বাণিজ্য পণ্য
আট দশ আরো কত হাজারী হন্দর।
পুরাতনী হাজীপুর হীরক বন্দর ॥
দক্ষিণ পবন ডাকে 'যাই গো যাই'
ইডেনের ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড বাস টার্মিনাস
যাত্রা সুরু ছিয়াত্তর রুট যাত্রী বোঝাই
ফেলা তোলা কর্ম শুধু কামাই নাই
ছাড়িয়ে শহর উপকণ্ঠ
ট্রাফিক কণ্টক বালাই বিহীন
উদ্দামগতি লক্ষ্য চন্দ্র অভিযান ?
যাত্রা উদ্দেশ্য ডাক বাংলো খোঁজাই।
দক্ষিণ পবন ডাকে 'যাই গো যাই' ॥
যাত্রা ক্ষান্তি—ষাট কিলোমিটার
ফেলে আসা মাঠ ঘাট পথের দূরত্ব
ঘণ্টা আড়াই সিটিং টাইট
পাথরের ষ্ট্যাচু হলে ধরতো ফাট
নেহাৎ মানুষ চামড়ার বস্তু
স'য়ে স'য়ে ভালমানুষ সেজেছি নিপাট

মুখোশের আড়ালটা খুলে হবো কি
জঠরাগ্নি জ্বালায় শার্দুল ইটার।
যাত্রা ক্ষান্তি—ষাট কিলোমিটার॥
অভীষ্ট ইরিগেশান ওই ডাক বাংলো
পূবে রেলষ্টেশন ডায়মণ্ড হারবার
পশ্চিমে গঙ্গানদী সাগরগামিনী
মণ্ডল মশাই কোথা (ভি, আই, পি)
সমাগত অতিথি শতেকজনা
চাতক উন্মুখ নেত্রে খুঁজিছে ফিরে
ধুমায়িত কেৎলী ও মাটির পাত্র
তৃষ্ণার্ত পান্থে লাজে হেরিছে কাঙ্গালও।
অভীষ্ট ইরিগেশান ওই ডাক বাংলো॥
ক্ষুধাতুর জন মাঝে আবির্ভূত হও
সনাতন প্রথা মত শ্রী শ্রীসনাতন
আগের কাজ সর্বাগ্রে হওয়াই বিধেয়
প্রস্তুতির উদ্যোগ ত্বরান্বিত হোক
বিলাও অমৃত অন্ন ভর্জিত ইলিশ
সেবনে তৃপ্তির উদ্গার ঘোষণায় সমস্বর
পুনরাগমন বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণকারী
পরিতৃপ্ত ভোক্তাগণের শুভেচ্ছা লও।
ক্ষুধা শান্ত জন মাঝে আবির্ভূত হও॥
টেনে ধরি কল্পনার মেনুর লাগাম
ভর্জিত ইলিশ খণ্ড নাইবা পেলাম
স্বপ্নের পোলায়েতে বেশী করে ঘৃত দিতে
বাধা কোথা—এক রোজকা নাহয় বাদশাহ হলাম
চারপাই চেপে বসি সিংহাসন ;
পথক্লেশ নিরাময় আনন্দের রোল
লাইট হাউস স্তম্ভমূলে ছড়ায় হিল্লোল

মৃত্তিকা ভাণ্ডে সেবন চলিবে চাগ্রম।
ভর্জিত ইলিশ খণ্ড নাইবা পেলাম॥
আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্য পরে সব
ক্ষুধা শান্তি নির্বাণ মোক্ষ
বিশ্বে সৃষ্ট দুটি শ্রেণী—ভোক্তা ও ভক্ষ্য
মুখ্য কর্মে মূর্খ জনে সদাই আসক্ত
অন্য কর্ম সাহিত্য ধর্ম
পূর্ণ পাকস্থলী বুঝিবে মর্ম
শির নাড়ি ঘোষিবে 'সাধু' 'সাধু' রব।
উদর পূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্য পরে সব॥
ট্যুরিষ্ট সেণ্টার 'সাগরিকা' দিকচক্রবাল
অতিদূর মোহনায় সাগর ও নদী
ধূসরিত একাকার উর্দ্ধে আকাশ আর
নিম্নে ধরণী—মাঝে মাঝে লুকোচুরী
খেলা চলিছে; ধূম্র মেঘ ছায়া সাথে
কভু হাতে হাতে পাশাপাশি—অহর্নিশ
হীরকের ঝিলিমিলি শোভিছে ইলিশ—
শোভে নভে রৌপ্য আভা বলাকা মরাল।
জেটিঘাটে 'দশরথ' ষ্টীমার জঁাকাল॥
সূর্য্যের শরজালে সহসা ক্ষান্তি
আকাশে মেঘের দল হাজির হরষে
মাটির সোঁদা গন্ধ ভিজা বাতাসে—
শ্রবণে অমৃত সুধা সঙ্গীত কাব্য
রসনায় ভূরিভোজ লোভনীয় গব্য
সাঙ্গ সম্মিলন বঙ্গসাহিত্য
ধন্য এ মিলনের একাত্মিতত্ত্ব
প্রত্যাবর্তন পথের যাত্রা সুরু—
প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যা শোভায় মিলনের কান্তি।
মধু বাতা ঋতায়তে শান্তি, শান্তি, শান্তিঃ॥

জ্যেষ্ঠা সহোদরা বিয়োগে

সীমানা ছাড়ায়ে তুমি ত্যজি ইহলোক
আপন জননী ক্রোড়ে যাও ঊর্ধলোক
জীবন গোধূলী বেলা—রাত্রি বহু দেরী
অবেলা অঞ্চলাশ্রয় কেন ত্বরা করি—
পঞ্চষষ্টি আয়ুকাল এত কি বেশী
জীবনের মেলামেশা আলো গান হাসি
হেলাভরে ফেলে দূরে যত ভালবাসা
ওষ্ঠ প্রান্তে ঝরে গেল মরমের ভাষা
কত কথা অকথিত বিদায়ের বেলা
কত ব্যথা সঞ্চিত হৃদয় একেলা
সে সবি শান্ত আজ চরম ক্ষান্তি
লভিলে পরাণ সাধ পরম শান্তি।
কিবা অনুরাগ হৃদে কোন সে বাসনা
পূরণে—দর্শনে যাও শ্যামা শবাসনা
বিগত রজনী মাত্র পূর্ব দিন
মনের সকল সাধ চরণে বিলীন
তাই কি স্নেহের যত মায়া বন্ধন
তুচ্ছ হয়; সম্বল শুধু ক্রন্দন
করুণা মমতা আর যত ভালবাসা
অমেয় আশিসধারা বিঘ্ননাশা
রক্ষা কবচ হায় হারায়ে অভাগা
আকুল নয়নে বৃথা আশাপথ জাগা
সে সবি অকালে আজ অসীমে বিলীন
স্মরণের চিহ্ন থাক চির অমলিন।
যেবা ছিলে এতকাল সবাকারে ঘিরে
জনমের মত তাঁরে রাখিনু বাহিরে
ইহলোকে পাতি পাতি খুঁজিলেও নাই
সুরধুনি জলে ধুয়ে মুছে গেল ছাই
মোদের মরম মাঝে চির আঁকা থাকো
প্রিয় নামে আরবার আমাদের ডাকো।

কবিবর নরেন্দ্র দেব তিরোধানে

দু'জনে একেলা "ভালো-বাসা" নিরালা
ওমরের রুবাই গুঞ্জনে ভরপুর
কোথা সে ধ্বনি আজ ফুরালো সব কাজ
স্তব্ধ কমলবনে পাঁয়জর নূপুর।
নিথর শূন্যতা এ বিষাদময়তা
জীবনে সঞ্চয় কত যত কলরোল
লুপ্ত মূল বিন্দু নিঃস্রোত সিন্ধু
মৌন মুখরতা আহতা—মূক পিকবোল।
রঙ্গ আলো হাসি সাঙ্গ মেলামিশি
পূরবীর রাগিণী কাঁদে করুণ বিলাপ
উধ্বর্গ আত্মা বিরহ বারতা
ছড়ায়ে দিয়েছে হেথায়—ঝরিল গোলাপ।
যক্ষের যত ব্যথা যতেক কাতরতা
ধ্বনিত ক্রন্দিত—অনূদিত মেঘদূতে
নিদাঘে বৈশাখে তাপিত এ হিয়াকে
ভুলিও না শান্তির বারিধারা পাঠাতে।
অমোঘ ছিল যা অবশেষে ঘটে তা
প্রখর দিবা মাঝে রাত্রি আঁধার নামে
যাও দেব অলকায় নরেন্দ্র অমরায়
মৃত্যু-আয়ত্তাতীত বৈজয়ন্ত ধামে।

—'বেদুইন'—

…'গোবর হাসে

ভাঙ্গা ঘর
কড়ি নড় বড়
বাঁশে দিই চাড়া
কাল বোশেখীর ঝড়—ভয় কি
বাঁশে ধরে ঘুণ
বাড়ীতে আগুন
ও—পাশের বাড়ী
হিঃ হিঃ তাতে আমার কি।

—'ষষ্টিমধু'—

র‍্যাশনিং

খাদ্য দ্রব্যে অপ্রতুলতা
চলিত তাই যে হয় র‍্যাশনিং
বণ্টনে যার সমতা শ্রেণীতে
ধনীর সহিত সাধারণ দীন।
খোলা বাজারের অধিক মূল্যে
বস্তু ও সব বিক্রী বন্ধ
চাউল, ময়দা, গম, তেল, চিনি
সীমিত বটেই নেইক দ্বন্দ্ব।
চাকরী বাজারে এই ব্যবস্থা
চলন থাকিলে সুযোগ সুবিধা
বেকার, সাকার, প্রায় নিরাকার
কিছুটা মিটাবে জঠরের ক্ষুধা।
কিছুটা আরাম বিলাস কিছুটা
নিশ্চয় ত্যাগ তবে কিঞ্চিৎ
দুঃখ কষ্টে দিন যাপনের
গ্লানির সমাধা ঠিক নিশ্চিৎ।

কলিকাতা-নামা

কলিকাতা বলিতে কি আঁখি জলে ভাসে
হৃদয়েতে ব্যথা পাও স্মরণ করিতে
মননের দিনগুলি স্মৃতির চারণে
বাঁচিয়া থাকিতে চাও সুদিনের আশে।

পুরাতন সুতানুটী, গোবিন্দপুর,
কলিকাতা তীর্থপীঠ কালীক্ষেত্র
পৃথিবী নগরী মাঝে আসন দ্বিতীয়া
সপ্তমে অধোগতি গৌরব দূর।

ঢল ঢল লাবণ্য আলো ঝলমল
ধ্বংস নিকট বুঝি—অদূর অচিরে
পর্য্যটকের তুমি সৌধনগরী
'সিটি অব প্যালেসেস' স্নিগ্ধোজ্জ্বল।

শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রসব ভূমির
এ নগরী সৃষ্টি ষোলশ নব্বই
দিকে দিকে ছড়ায়েছ কত দিকপাল
সূতিকাগার ভারতে জ্ঞান ও গুণীর।

সহায়ক প্রসূতী আধার অতুলন
অন্যের ভারতে তোমার অবদান
কে কোথা করেছে কবে সে সব স্মরণ
ফাঁক পেলে দাঁত জিভে করে দংশন।

সুকোমল বৃত্তির সায় আহা! উহু!
অপরের ক্ষতিতে বরং সম্প্রীত
এই ত হয়েছে আজ মানবের রীত
মরমে শুখায়ে গেছে কোকিলের কুহু।

বিবেক কথার কথা আকাশ কুসুম
একদা হৃদয় টবে ধরিত প্রসূন
তাই বহু অনাচার মাঝেও পেয়েছি
অতিথি আতুরশালা—আজ নিঃঝুম।
ভোগ ও দাক্ষিণ্য সহাবস্থান
রাজপথ, জলাশয়, বিলাস বাগান
একাধারে ধনপতি জনগণ পতি
নিঃশেষ কোথা আজ সেই সব প্রাণ।
একদা তোমার বুকে সুখে খেলা করে
রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,
শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ,
ভুলেছি মধুসূদন, বিদ্যাসাগরে।
গৌরব গরিমা গেছে রসাতলে
বঙ্কিম, সুরেন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ
মহাপ্রাণ দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ
ডি. এল. রায়, জগদীশ বসু এ ভূতলে।
দানবীর মণীন্দ্র নন্দী নৃপতি
সৎ ব্যবসায়ী বৈষ্ণব চরণ
রামদুলাল সরকার হেন সুজন
ধূলি ধূসরিত কি সে সব সন্নীতি।
দেশ বিদেশের কত বিভিন্ন জনে
সাদরে বরেছ অবাধ লীলাক্ষেত্রে
প্রতিষ্ঠা দিয়েছ জীবন সংগ্রামে
বক্ষে পেয়েছে ঠাঁই লালন পালনে।
তোমার স্নেহের দানে যাহাদের গৃহ
সাজায়েছ, ভরায়েছ ; উচ্চকণ্ঠে
দশমুখ দশানন নিন্দা মুখর—
কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধে আগ্রহ।

কলিকাতা তুমি এই ভারতের তরে
শ্রেষ্ঠ আসন আন জগৎ সভার
গৌরব ধন মান তুমিই বাড়ালে
অপাংক্তেয়, ব্রাত্য নিয়তির ফেরে।
জগৎ সভায় যত কর্ম কাণ্ডে
তুমি শুধু চেয়ে থাক' যজ্ঞ ভাণ্ডে
আদিম বসাক শেঠ পুনর্বাসনে
শেঠজী, ভাইজী রাজে রম্য স্থানে।
সোত্তর লক্ষ নাগরিক আবাস
নিতে জানা দিতে মানা অধিবাসী যত
মোক্ষণে অভিজ্ঞ ; গঙ্গাযাত্রী
হবে অন্তর্জলি—ওঠে নাভিশ্বাস।
জনমের তিনশত বছর পূর্তি
এখনও বিলম্ব বছর উনিশ
সে আশা কি অপূর্ণ ভাবিতে বেদনা
রক্তশূন্যতা মুমূর্ষু মূর্তি।
ছয়লক্ষ বেকার যুবা শিক্ষিত
ভরেছে শহর—অস্তমিত সূর্য্য
বিবেক নামীয় যদি কিছু পদার্থ
তলানী অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিত ;
তবে "দাও-দাও মোরে আরো আরো দাও
ওভার টাইম, ডি. এ. বোনাস বাড়াও"
পরিবর্তে উঠিত দাবী "নাও-নাও
বেকার যুবকগণে নিয়োগ করাও।"
আত্মসুখে মত্ত—ভোগ ত্যাগে ফাঁকি
তাহাদের কোনমতে প্রাণ ধারণের
সংস্থানপন্থা সৎ জীবনের
সে সব চিন্তা আজ অবাস্তব কি।

আদায় মিছিলে তাই হয় যে সামিল
একতা জনতা দলে নাই গরমিল
নির্দল তুমি ভাই শূন্যের ঘরে
কাঁদে না তব দুঃখে শেয়াল কুকুরে।
অষ্টাবিংশ কোন দলে তুমি ভিড়ো
অন্ততঃ ফুলমালা আশায় মরিও
অন্তে লভিবে ঠাঁই অমর স্বর্গে
নির্দলের স্থান—নরকে, মর্গে।
চৌথ, জিজিয়া কর, সরদেশমুখী
বিভিন্ন নামে কত দিতে হয় চাঁদা
কে জানে রেজা খাঁ, ভাস্কর পণ্ডিত,
ক্লাইভ, বর্গীদল লুণ্ঠনে সুখী।
তাহারা এসেছে আজ ছেয়েছে নগর
পুনরায় পুরাতন সুন্দর বন
সুঁদুরির অরণ্য মেলেছে প্রশাখা
হিংস্র দ্বিপদে মাঠ ঘাট প্রান্তর।
রূপ কথা, রাজপুরী নিদ্রা মগন
মনুষ্য যত সব প্রস্তরবৎ
হৃদয় পাষাণ জড় আঁখি দিশাহারা
ভীষণ দানব সবে রাখে অচেতন।
রাজপুত্র ধীর স্থির সিদ্ধান্তে
পৌরুষ প্রতীক কোথা সে মহাবীর
এ বিষাদ মায়া মোহ ঘুচায়ে জাগাতে
পারিবে কি ভীতজনে অভীক মন্ত্রে।
বাঙালী এই মহিষাসুর দমনে
দশভূজা আহ্বানে দেবী দুর্গার
আরাধনা, বন্দনা, পূজা প্রতিষ্ঠা
—আজ অভাজন যে উদ্যোগী বোধনে।

মুছে ফেল নয়নের মোহ অঞ্জন
বোধি বৃক্ষ কোটরে শকুন বসত
উচ্চ শাখাস্থিত লোলুপ গৃধিণী
ধ্বংস, মৃত্যু, মারী কামনা গোপন।
সমারোহ সমাহিত—অকমনীয়তা
শিব সুন্দর ভীত ফেরে ফেরুপাল
উন্মুখ লালসার পূরণ আশায়
বিলম্ব কত আর---অসহনীয়তা।
তোমার শিক্ষাদ্বারে বিছায়েছে কাঁটা
তোমার উদ্যান ছায় বিষবৃক্ষে
জনাকীর্ণ শহর আকণ্ঠ পঙ্ক
শিল্পে, বাণিজ্যে - হাজা, মজা, ভাঁটা।
নড বড়ে কলিকাতা নড়িতে নড়িতে
ঠাঁই পায় আজ তাই শেষের সারিতে
পৃথিবীটা কার বশ প্রশ্ন যখন
পৃথিবী টাকার বশ জবাব তখন।
যেন তেন প্রকারেণ টাকা আরো টাকা
চলে তাই চলিবেও এই মাথা কাটা
লাশ কাটা ঘরে চলে গবেষণা পালা
কোন দলে কটা গেল কার ভরে ডালা।
এ আহবে ইন্ধন—কে মারে দগ্ধে
নঞর্থক—জবাব কিছুই মেলে না
ঘটে যাহা দেখি তাহা চর্ম চক্ষে
কাটাকাটি মারামারি বাঙালী মধ্যে।
উত্তমাঙ্গ হারা বাস বিবরেতে
কাঁধের উপর মাথা পারে না সহিতে
অতএব লঘু ভার চিন্তাহরণ
অসার মস্তকের কিবা প্রয়োজন।
যুবক আর বালক হত্যা লক্ষ্য
রাজনীতি দুর্নীতি শকুনি অক্ষ
বংশ নাশ অগ্রে পৌত্র নিহত
বৃদ্ধেরা দুদিনেই হবে কালগত।

তারুণ্যের সমারোহ—কৃষ্ণ কেশ
উৎসব উচ্ছেদ শুষ্ক কাণ্ড
উৎপাটিত সবুজ পত্র বীথিকা
জীর্ণ পত্রগুলি ক্ষোভে নিঃশেষ।
দ্বাপর কাহিনী কথা পুনরাবৃত্তি
যদুবংশ ধ্বংস মহাসমুদ্রে
বাঙালী জাতি শেষ বঙ্গসাগরে
অথবা পুণ্যতোয়া মাতা ভাগীরথী ;
সে চিতাভস্ম নেবে আপনার বুকে
হয়ত অংশ কিছু কিছুটা ছড়াবে.
সগর কুলের কেহ উত্তর সূরী
নাব্য জাতক কোন উৎসের মুখে।
আঁধারে কাঁদে কেও জননী গান্ধারী
শতপুত্র নাশে কি অভিশাপ হানো
অন্ধ—ধৃত—রাষ্ট্র শিথিল শাসন
অধোবদন রয় ঐ চক্রধারী।
সে শাসন কার লাগি কিসের কারণ
অক্ষম ; দুষ্কৃতে করিতে বারণ—
সর্ষের মধ্যে ভূত রোজা বিফল
সাতপুরু ফেটি চক্ষে—বিচক্ষণ।
সমস্যা পূরণ—ইচ্ছা রূপে রয়
মানসে জন্ম তার মানসে মিলায়
ট্রাম, বাস পরিবহন তুচ্ছ যাহা
বিরাট কাণ্ড ছলে জিয়ে রাখা হয়।
বক্তৃতা, কমিশন, মিশন ঘোষিত
সরব ঢক্কা নাদ মুষিক প্রসব
বংশী ধ্বনিতে যত বাষ্প ফুরায়
শকট চালনা শক্তি নিঃশেষিত।

ঘোলা জলে মৎস্য শিকারে হৃষ্ট
নব নব রূপে হয় যোজনা সৃষ্ট
বঞ্চনায় যারা ক্লেদ গ্লানি পুষ্ট
বন্দোবস্তে তারা অতীব ধৃষ্ট।
স্বজন পোষণ নীতি সংরক্ষিত
বৃত্তির উৎখাত এই ত বাসনা
কল্যাণ বর্ষাবে হায়! আসমান
জনশক্তি যেথা রহে উপেক্ষিত।
সদগুণ যতসব ভুলিয়া যাইও
আপন স্বার্থতরে কুকুরে চুমিও
জ্বলিছে নগর যখন রোমেরও
বেহালা বাজায়ে চলে সম্রাট নিরো।
মাতৃভূমি যে আমার বড় ব্যথা জাগে
অনাথিনী অভাগিনী মুগ্ধা জননী
জন্মধারিনী মাগো ক'রে হেলাফেলা
ছুটে যাই অন্যস্থানে কাড়িতে সোহাগে।
নিরাশায় হতাশায় সব আশা শেষ
ভাগ্যে শুধুই জোটে ঘৃণা অবহেলা
যাদুঘরে কিঞ্চিৎ নমুনা ফলকে
চিহ্নিত "বাঙালী এই অবশেষ"
হয়ত উঠিবে রব "এ এক দালাল
কুম্ভীরাশ্রু মৃত নগরী জন্য
ইনি কি নিষ্পাপ যীশু অবতীর্ণ
গন্ধানগরীতে এ হোক না হালাল।"
"হ্যাঁ ভাই তোমরা ঠিক কেন বা লুকাই
দালালীর আয় হতে জীবন বাঁচাই
ধারণ করেছেন যে মাটি এতদিন
করুণা আর্দ্র—নহে মরু বালুকাই।"

অমাবস্যার আঁধারে পূর্ণ চাঁদিনী
কল্পনা বিলাসের নর্মচারিণী—
উঠিছে হরিধ্বনি সংকীর্ত্তনে
ফুরায়েছে আশা ঝুরে শেষের রাগিনী।
সাবধান ত্রুটি যেন কিছু নাহি ঘটে
শ্মশান বন্ধু দল! নিয়ম পালনে
বাঙালী ফিচেল কি জানি কোন ফাঁকে
চিতা ছাই ঝেড়ে ফুঁড়ে ফের বেঁচে ওঠে।
সে কারণে একটী কলসী মাথা পিছু
হিসাবে ঢালিবে জল সেই চিতা-পরে
চিহ্ন শেষ যাহাতে কিছু নাহি থাকে
কাঙালীও বাঙালী খুঁটে পায় না কিছু।
দলপ্রতি একদিন সুযোগ বন্‌ধে
জব চার্ণক ওই সিক্ত নেত্র
অষ্টাবিংশ দিবানিশি কলিকাতা
কাঁদিল বিষাদে ডোবে কার অপরাধে।

সঠিক ঠিকানা

জীবনের চলার পাথেয়—
নিশানার প্রয়োজনে
নামের ঠিকানা হাতড়াতে হাতড়াতে
পথ নির্দেশিকায় পাই সন্ধান
অব্যয় অক্ষয় তিনি
নারায়ণ নাম।

বীর বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ

(অনুশীলন ভবনে মহারাজ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী সমীপে সশ্রদ্ধ অভিবাদন)

অখণ্ড বঙ্গ হৃদি উৎসারিত আকুতি
নিরুদ্ধচিত্তে জাগাও বেদনার মুক্তি
সার্থক ধারক পিতৃদত্ত নাম প্রতীক
সর্ব সার্থক মহারাজ জনগণ পতি।
রাজনীতি পঙ্কে পদ্ম নির্ভীক পান্থ
আশ্বাস হারায়ে সবে হলো সর্বস্বান্ত
অকূলে ধ্রুবতারা আশাদীপ জ্বালাও পরাণে
ব্যথাহত হৃদয় পরশনে করো যে শান্ত।
তোমার দর্শনে ধন্য শুভানুধ্যায়ী যত
ক্রমে ক্রমে তেইশ বৎসর কাল হ'ল গত
ফিরে পাই হারানো মাণিক সাত রাজার ধনে
তিরিশটি বছর তোমার কারাগারে বসত।
ভঙ্গবঙ্গের পূর্ব অংশের দিশারী
ক্লান্তিহীন প্রবীন যুবক বয়সে বিরাশী
জন্মভূমি ভিটা না ছাড়ি রচ' মিলন সেতু
শ্রদ্ধানত শিরে হে তোমার চরণ পরশি।

—'যুগশঙ্খ'—

মহেঞ্জোদাড়ো পুনরায়

পাঁচ হাজার বছর আগের কালের
প্রাক ইতিহাস যুগ তারই ঘটনা
ভুলে যাওয়া মানুষ গাঁইতি ফালের
মাটি উল্টানোয় জানে কত অজানা।
সিন্ধুনদের জলোচ্ছ্বাস তুফান
অযুত রসনালয়ে লেহনে পাবক
সঙ্গী বায়ু, অগ্নি—ধ্বংস উজান
সভ্যতা নাশকারী পাঠালো ধাবক।
দক্ষিণ সমুদ্র গর্ভোত্থিত
জলস্তম্ভ, ঝঞ্ঝাবর্ত ত্রাস
মহাপ্লাবন প্রলয়রূপে যা বিদিত
পুনরাবৃত্তি পটে—ঘটে সর্বনাশ।
পূর্ব বাংলায় বরিশাল, হাতিয়া,
চট্টগ্রাম, খুলনা, ভোলা, সন্দীপ,
নোয়াখালি করো খালি নাশিলে মাতিয়া
চরভূমি জবর ও রামগতি দ্বীপ।
পাঁচ, সাত, দশলাখ নিজ সন্তান
ভূখা হুঁ প্রকৃতির সে ক্ষুধা তাড়নায়
নিমেষে উদরসাৎ ; শূন্যস্থান—
সভ্য জগৎ তাই করে হায় হায়।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে জানা যায়
পনেরশ' চৌষট্টি এ অঞ্চলে
রূপ ধরে ছোট খাটো সংহার কায়
উনিশ শ' সত্তরে সেই খেলা চলে।
প্রকৃতি রহস্যময়ী সৃস্ট জগৎ
নিজ হাতে গড়ে ভাঙ্গে পুনরায় রচে
তেরোই নভেম্বর কি ভবিষ্যৎ
কালের পায়ের ধ্বনি ইঙ্গিত আছে।

—'যুগশঙ্খ'—

মানবের মৃত্যু

"বাস ভরতি একি! আপনাদের কাছ হতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে
ওরা আমাকে খুন করবে মেরে ফেলবে
পায়ে ধরি দয়া করে বাঁচান"
"খবরদার কেউ বাধা দিলে একেবারে ভুঁকে দেবো—জান খতম"
"না না আমরা ত রড ধরে টাল সামলাচ্ছি
এই ত তবু পথ করে দিচ্ছি—
এ্যাঃ আমার আদ্দির পাঞ্জাবীর তবু গিলে চটকে দিলে"
"এ্যাই ছেড়ে দাও ওকে"
"আরে কে এলেন রংবাজ—দাদু! ওসব মজাগী আমাদের কাছে নয়
এই ছোঁড়া চল…উঃ শ্লা ঝেড়েছে কোঁকে—
বুড়ো হাড়ে এত জোর—ছোঁড় না পেটো—"
"ব্যাটারা সব পালাচ্ছে—যাও খোকা বাসে চাপো
উঃ বাবাগো—মাঃ……"
"কেন এই ঝুট ঝামেলায় প্রাণটা খোয়াতে গেল
আর কটা দিনই বা বাঁচতো—নাও ড্রাইভার জোরসে চালাও
জিরো জিরো টু বইটা আরম্ভ হয়ে যাবে যে"

একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

শহীদ ভায়ের রক্তঝরা ভাষার মুকুটখানি
রাখলে যতনে
উনিশ বছর তিলতিল বেদন মর্ম বাণী
অরূপ রতনে।
মন ময়ুরের বর্ণালীর বাংলা ভাষা রূপে
সাজিয়ে দিল কে
রফিক, সালাম, বরকত, জব্বর প্রাণের ধূপে
মাতায় ভূলোকে।
নিজের প্রাণের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষার মান
কর্ল তারে দান
মুখের ভাষা, বুকের ভাষা জীবনের জয় গান
বাঁচার সম্মান।
শহীদ দিবস ফেব্রুয়ারী একুশে ভাস্বর দিন
পূর্ব বাংলায়
বাঙ্গালী প্রাণের সমাবোহ কালিমা কলুষহীন
মুক্ত জানলায়।
জাতীয় উৎসব বাংলা ভাষা বঙ্গ সংস্কৃতির
এ নিমন্ত্রণে
সাদর আহ্বান "জয় বাংলা" কলগীতির
বাঙ্গালী জনে।
অমর শহীদ আত্মদান স্মারক জীবন বেদ
প্রাণের মূল্যায়নে
আরোপিত বীজ মহীরুহ কিসের আবার খেদ
জীবন বিসর্জনে।

—'হাওড়া বার্তা'—

মহাভারত

ধর্ম যেথায় ধর্ষিত শক্তি সশঙ্কিত
প্রজ্ঞা প্রস্তরবৎ জড় অনড়
ক্লৈব্য-রাহু গ্রাস করে যত উদ্যম প্রয়াস
কর্ম বিনা পৃথিবী যাবে রসাতল
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রমত্ত কৌরব
পর্যুদস্ত শ্রী অশান্ত রৌরব
এ দীনতা এ হীনতা অন্যায় প্রতিকারে
চেতায়িত করিতে সুপ্ত পৌরুষেরে
পঞ্চ পাণ্ডবের হিতকামী চির প্রিয় সখা
চক্রব্যূহ সেই রচনার চক্রে
নির্বিকার চক্রী হও তুমি স্বয়ং মাতুল।
অভিমন্যু বিনাশ কেন—কোন নীতির কারণে
সেই নীতি ভাল মন্দ কিছু বুঝি না
শুনি কাল রথ চক্রের ঘর্ঘর রব
দেখি নিজ জন নাশ রক্তের ধারা
কুরুক্ষেত্রের রাঙা মাটি এধারে ওধারে
গৃহে গৃহে উত্তরার শোক বিলাপ
অন্ধ—ধৃত রাষ্ট্র শাসন কিবা চমৎকার।
শতপুত্র নাশে গান্ধারীর খেদ
অচঞ্চল এ সবে কেশব তুমি চক্রধারী
নিরুদ্বেগ নির্বিকল্প নিজ বংশ নাশে
তোমার নিকট খোঁজা বৃথা সান্ত্বনা
এ আহবে কি ভূমিকা উপ মহাদেশে
মহাভারত রচনার—রাজসংস্করণ।

প্রতিবাদে মুখর এপার

হিংসা তুমি কি এতই শক্তিমান
যুগে যুগে পেয়ে যাবে শুধু সম্মান।
হানিবল সেকেন্দার এ্যাটিলা হুণ
স্মরণে মননে তাদের ধরেছে ঘূণ।
প্রবক্তা "আমি রোম আমি সিজার"ও
ইতিহাসে ধিক্কৃত অত্যাচারী নিরো;
সকলেই বিস্মৃত ধূলি ধূসরিত
বুদ্ধ চৈতন্য যীশু নহে ত মৃত।
নানক কবীর আরও মানব প্রেমী
চারযুগ মান দেয় সমস্ত শ্রেণী।
এঁরাই যুগাবতার কত অপমান
স'য়ে স'য়ে পেয়েছেন শত সম্মান।
বঙ্গদেশ ওপারে বাঁচার তাগিদ
হরেছে দুর্জনের নয়নের নিদ।
সুজন বন্ধু নাও সামালিয়া বাও
কাল বৈশাখী ঝড়ের গন্ধ পাও;
দুঃশাসন ঝড়ে করো পগার পার
অত্যাচার প্রতিবাদে মুখর এপার।
বিচারক ভূমিকায় কাটা সৈনিক
জিঘাংসা হিংস্রতা চলে দৈনিক।

ইস্কান্দার, আয়ুবের শেষ সে ডাক
উপেক্ষা মোহে শোন বাজে জয়ঢাক
অতিদর্পী হিটলার, ড্যাসে মুসোলিনী
শুনেছ দেখেছ তাদের ঠিক ভোলনি।
দম্ভের বায়ুভরা মানুষ ফানুস
এখনও এততেও রহিলে বেহুঁশ
বায়ুযান বিঁধিতে প্রস্তুত শায়ক
ভূমিসাৎ স্বকৃত কল্পিত নায়ক।
যশোরের চারুবালা মহিমময়ী
'জয় বাংলা' ডাকে হও মৃত্যুঞ্জয়ী।
ওপারের গত প্রাণ শহীদ স্মরণে
প্রণতঃ এপার বাংলা বিদেহী চরণে।
বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান
অপহৃত প্রাণে দিলে শাশ্বত মান।

—'যুগশঙ্খ'-

জয় বাংলা—স্বাধীন বাংলা

নেমেছে ঢল সিন্ধু পাগল
গঙ্গা পদ্মা ভৈরব মেঘনা
ব্রহ্মপুত্র যমুনা ভীষণা
জন সমুদ্র তরঙ্গ ক্ষুদ্র
জেগেছে সেও ভীম কল্লোল।
ধ্বনিছে মাভৈঃ শঙ্কা ভোল॥
কিসের ভয় ঝড় তুফান
চালাও তরী গাঙ উজান
বানের চাপ আবিল সাফ
পলি মাটীতে মঞ্জরি বোল।
নব সৃষ্টিরে বাঁচায়ে তোল॥
সার্ধ সপ্তকোটী নির্ঘোষণা
স্বাধীন বাংলা দৃঢ় চেতনা
ভেঙ্গেছে ভয় জাগে অভয়
তীক্ষ্ণ বাজিছে বিজয় কম্বু।
জাগে ভৈরব ঐ শূলী শম্ভু॥
মথন গরল কণ্ঠে নিল
অমৃত রস সবারে দিল
জাগিল চন্দ্র হরিৎ ক্ষেত্র
মধ্যে চিত্রিত ভূগোল বাংলা।
নিশান ওড়ে স্বাধীন বাংলা॥

মুক্তি বাহিনীর সেনাপতি
পাঠালো বিশ্বজনের প্রতি
আসে আহ্বান বাংলার মান
কে বাঁচাবে নিরস্ত্র মানবে।
কে রোধিবে সশস্ত্র দানবে॥
ইজ্জৎদার রোখ হানাদার
রাখো মান জন্মভূমি মার
রক্ত শপথে মুক্তির পথে
সংগ্রামে করো জীবনপাত।
হানো মৃত্যুরে শেষ আঘাত॥
ওপারে বাঙাল সাড়ে সাত কোটি
এপারের সাড়ে চার কোটি ঘটি
বারো কোটি জান বাঙ্গালীর প্রাণ
গরজি উঠিছে ভূধর সিন্ধু।
নাও রক্তের এ শেষ বিন্দু॥
সোচ্চারে ঘোষে ঐ বঙ্গ বন্ধু
'বদর বদর' মত্ত সিন্ধু
সুজন নাইয়া বাধা কাটাইয়া
পূবের সূর্য্যে দেব সেলাম।
'জয় বাংলা' জয় আলেকুম॥

মানবতার সংকট

যদি আমরা চে গুয়ে ভারা
স্পেনের সংগ্রামী মুক্তি সেনানী
মাও সে তুং, লেনিন, মহৎ হোচি মিন
ইন্দোনেশিয়া—জেমোকেনিয়াট্টা এবং
তারি সাথে এক বিশ্বের দূর প্রতিবেশী
মার্টিন লুথার কিং-বিপ্লবী নায়ক সব
সবারে দিয়ে থাকি গৌরব—
ফ্যাসীবাদ, জঙ্গীবাদ, ঔপনিবেশিক বাদ
সকল শোষণ সকল মোষণ করি ধিক্কারে বরবাদ
তবে ভারতের নিকট প্রতিবেশী
ভারতবর্ষের যারা ছিল অধিবাসী
বঙ্গদেশের বাংলা ভাষাভাষী
রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতিতে যারা কর্ল গরীয়ান
একক ও জনতার প্রসারিত বাহু ধরে
ভাঙ্গা নয় গড়ার কাজে দিলে এগিয়ে
নতুন পন্থা-ধর্ম্মনিরপেক্ষতা-নতুন নিশান
পূবের সূর্য্য ভাস্বর জ্যোতিমান
নবীন জীবনে জয়-বাংলা গানে
এনে দিলে একাত্মতা প্রাণে
সেই বিপ্লবী সেখ মুজিবুর রহমান
মহৎকে মান দিতে কেন হবোনা আগুয়ান।

—'বেদুইন'—

গেরিলা বাহিনী।

মুক্তি ফৌজ এগিয়ে চল
কদম কদম বাড়ায়ে চল
সুমুখ লড়াই এড়িয়ে চল
গোপন পিছনে কর কোতল।
না হয় না রয় হাতিয়ার
মরিচ চূর্ণ লঙ্কা আর
ছড়িয়ে বেবাক চোখ আঁধার
দুষমণে কর বে এক্তার ;
তক্কে থেকে করিস সাবাড়
হুঁশিয়ার হো ভাই হুঁশিয়ার
বিষিয়ে দে তার তৃষার জল
রসদ হরেই কর বিকল।
চাষী নাওরে লাঙল ফাল
জালিক তোমার খ্যাপলা জাল
ছড়াও জড়াও কর বেহাল
তড়ি ঘড়ি নেই কাল অকাল ;
শাখারী নাও শঙ্খ করাৎ
আসতে যেতে দিবস রাত
শত্রু নিপাত কাট কচাৎ
পড়লে ধরা প্রাণ খয়রাৎ।
আপন জনের ধরবে ছল
কপট বিলাপ চক্ষে জল
মুক্তি ফৌজ এগিয়ে চল
সামনে লড়াই এড়িয়ে চল।

তন্তুবায়ের রেশম ফাঁস
হানাদার যে তাতেই নিকাশ
বাঘের গুহায় ঘোগের বাস
শত্তুরের হৌক বিনাশ।
দুর্গ একডালা ঘর ঘর
ঘর না থাকে পাতাল চর
তফাৎ হটাও সে বর্বর
কণ্ঠে উঠুক নাভিস্বর।
কামার ভায়ের হাপরশালা
হোক না এখন অস্ত্রশালা
পণ্যানারী কাম কুশলা
ধরাক তাদের রক্তে জ্বালা ;
আদিম তৃষায় যোগান দাও
লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট করাও
বিষ কন্যা হিসাব নাও
খাঁয়ের খেলা চুকিয়ে দাও।
কেসর খাঁয়ের পাঠান দল
লুভিয়ে বলে সে "বাঙলা চল
মিষ্টি মেয়ে লাজুক কোমল
বিকল প্রাণ করবে সচল" ;
বোরখা ফেলেই বেরিয়ে এলে
ফেরার পথে সে কাঁটা বিছালে
পাঠান সেনার শব মিছিলে
ভিড়লো প্রেত ও শকুন চিলে
রাজবংশী ধনুক তীর
নাশুক অরি লক্ষ্য স্থির
কর্লে খতম 'আলমগীর'
যুদ্ধপোত চট্টল বীর।

খণ্ড জাতি রামদা কঁ্যাচা
নিশুতি নিশায় নজর প্যাঁচা
রোশেনারা বোন বুকের খাঁচা
মাইন বোমে ভরিয়ে বাঁচা—
কেমন সাবাস দেখিয়ে দিলে
ঝাঁপিয়ে সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক ওড়ালে
মরণ মূল্যে ক্রয় করিলে
অমর জীবন পাও দখলে।
সামসুদ্দিন হিসাব নাও
টিক্কা খাঁরে চুকিয়ে দাও
শত্রুদল পালায়—তাড়াও
'জয়-বাংলা' মাভৈঃ গাও ;
বিভেদকামী জনকে হটাও
আভি হটাও জলদী হটাও
মুক্তি ফৌজ বীরের দল
গেরিলা বাহিনী চলবে চল।

অপক্ষপাত

তুমি কাবে চাও
একধারে অফুরান ডলাবের দান
বিপবীতে ছোটবড় গুটি কয কামান
তাও সব নড়বড়ে কাজের যোগ্য নয়
গালভরা নাম বটে লোহাদরে ওজনে বিকায়—
তোমরা মনের সুখে রামধূন গাও,
তুমি কারে চাও।
আমি ত তোমারি দলে
প্রাচীর উপর হতে সাহস যোগাই
বিশ্বশান্তি তরে গণতন্ত্রের গুণ গাই
সূচ্যগ্র মেদিনী ভূমি কি মুক্ত ছুনিয়া
চাঁদের নবনী দেশ নিছক ছানিয়া
সুধারস ফেরি করি—বাঁচাই গমন রসাতলে
আমি ত তোমারি দলে।
তুচ্ছ-মোরে ওরা নিক তুমি শোধ কর' দেনা
ডলারের দান লও—নারায়ণী সেনা॥

হাওয়া বদল

অন্তঃসার শূন্য একি অবস্থা দারুণ
বদ্ধ দশা অন্তরীণ আর কতকাল
এত হীন এত দীন শুধু নীচতায়
তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থলোভে ঘিরেছি নিজেরে।
সীমান্তের ওপারের মুক্তির খবর
বন্দীদশা এপারের পাড়ায় পাড়ায়
সীমাবদ্ধ সঙ্কোচের ভীরু পদক্ষেপ
ওপারে অবাধ পথ উন্মুক্ত দুয়ার।
এপারে পঙ্কিল ক্লেদ—আত্মা নিমজ্জিত
ক্ষয়রোগী জীবনের ঝাঁঝরা কলিজা
এখনো সময় আছে জীর্ণ ফুসফুসে
সবুজ আস্বাদ বায়ু যদি ভরে নাও।
উদার আহ্বান—ডাকে ওপার আকাশ
প্রাণোচ্ছল নদীধারা ডাকিছে সাদর
তারুণ্যের রক্তে রাঙা অশোক পলাশ
চৈতালী কোকিল কুহু স্ফুরিত বাতাস।
খুলে দাও সশঙ্কিত জানালা পাল্লা
অর্গল উন্মুক্ত কর' হৃদয় কপাট
বায়ু পরিবর্তনে চল' সীমান্ত পার
ফিরে পাবে ভগ্ন প্রাণে বাঁচার সন্ধান।

অনবগুণ্ঠিতা—ঢাকা

অনবগুণ্ঠিতা—হায়! আবরণ হীনা
দিগন্ত বিস্তৃত ঊষর মরু প্রান্তর
নিরাবরণ নিরাভরণ অবয়ব
শবদেহ তান্ত্রিকের সাধন আসন।
নগরী হারালো রূপ কোথা সে নাগরী
আলো ঝলমল হাস্য নূপুর নিক্কণ
কুলুকুলু নদীতীর সারি ভাটিয়ালী
নগরী নাগরী রূপ ধরেছে শঙ্খিনী।
নয় নয় প্রেমিকের উপাস্য ভেনাস
নিটোল পেলব কোমল কমনীয়তা
ঋজু দেহ বল্লরী শিখর দশনা
ক্ষীণ কটি গুরুশ্রোণী গজেন্দ্র গমনা।
বৃথা খোঁজা রূপ রস গন্ধ আদি সব
কিবা দিতে পারে আজ বেওয়ারিশ শব
কে কারে বহন করে খোঁড়ে কে কবর
শ্মশানে সাজায় চিতা ; দাহশেষে দগ্ধ
নাভিমূল অস্থিশেষ বুড়িগঙ্গা জলে
ভাসাতে কে আছে বাকি কোথা জ্যান্ত
পড়ে আছে একসাথে গাদাগাদি লাশ
হিন্দু ও মুসলমান—সবাই বাঙালী।

পরতে পরতে রক্তের জমাট স্তর
কংক্রীট প্ল্যাটফর্ম মোরামের পথ
বিত্তাবিত্ত হর্ম্য কুটির সব সংহার
দুঃখের কি আছে এতে শ্মশানে সমান।
জঙ্গী হানাদার নেকড়ে তীক্ষ্ণ নখরে
জননী জঠর চিরে মুক্তি সংগ্রামীরে
খোঁজে ; রোজ কেয়ামৎ কি এখনো দেরী
কালচিটে লাল ছোপ ধরে ধলেশ্বরী।
শকুন কাকের দল ভিড়ে গেছে সব
বেলসেজারের শেষ ভোজ উৎসব
মজলুমেরা অনাহূত পেয়েছে ঠাঁই
জালিমশাহীর সিংহ দুয়ার পাপোষে।
হায় খানের খোদায় সেখের আল্লায়
পানির ফারাক কত ; বেহেস্ত দোজখ—
আসমান আর জমীন দূরত্ব যত
ধর্মের জেহাদ ডাক— মোহ অপগত।
কুরমিটোলা, নবাবপুর, ঢাকেশ্বরী,
পুরানো পল্টন, চকবাজার, ওয়ারি,
মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল আর
পুরাতন ইদগা, মসজিদ আম্বর,
শাঁখারীটোলা, বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা,
রমনীয় রাজারবাগ, পিলখানা,
লক্ষ্মীবাজার, ধানমণ্ডি, আজিমপুর,
কালীবাড়ি, সার্কিট হাউস, সূত্রপুর,
লালবাগ—সার্থকনামা একাকার
খুন ঝরে ঝরে বিলকুল রাঙা লাল।
সাভার, জিন্‌জিরা সব ধ্বংসের স্তূপ
আমিনা ও ঘসেটীর অভিসম্পাত কি
বজ্ররূপে আরবার আসিবে না নেমে
দুরাত্মা মিরণের শিরে—ধলেশ্বরী 'পরে।

দিবস ছুপুরে যত শিয়াল কুকুরে
টানে ছেঁড়ে আধমরা মানুষের দেহ
জনশূন্য সড়ক—প্রকাশ্যে নাহি কেহ
শরিয়তে বরবাদ করে বেইমান।
বেতমিজ ইয়াহিয়া পাশব শাসন
দানব পোষক শুভ মঙ্গল ত্রাসক
আস্ফালনে কি সূর্য্যের চাহে পূর্ণ গ্রাস
উৎখাত কল্যাণে প্রতিষ্ঠা শয়তানে
ইবলিসে দাও মান ফকিরে হাবাম
শুধু ইসলাম নামে কর্দম লেপনে
আবর্জনা স্তূপে রেখে যাবে নিজ স্থান ;
পশুশক্তির বীভৎস যৌথ ধর্ষণে
মাটি মায়ে অবহেলে করেছে নগ্নিকা
লজ্জা ঢেকে দিতে তাই বাদামী ঘাসের
নিরুপায় আস্তরণ প্রাণান্ত প্রচেষ্টা
কাফনের বস্ত্রটুকু তাও নেয় কেড়ে
এরাও কি জন্ম পায় জননী জঠরে
কি ধৃষ্টতা ! অনবগুণ্ঠিতা—আজ মৃতা
হায় ঢাকা ! নহ তবুও অপমানিতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগ অধিকতর

নিভে যায় পাছে স্মৃতি প্রদীপের শিখা
মোছে যদি মানবীয় অনুভূতি টুকু
বারে বারে স্মরণের তাই মালা গাঁথি
অভীকেরে খুঁজি ললাটে রক্ত টিকা
অগ্নি আখরে স্মৃতি স্তম্ভ মূলে লিখা।
দুষমণ ডায়ারের পাশবিক বলে
শোণিত সিক্ত হয় পঞ্চনদ ভূমি
ভয়াল, করাল, খল মানবতা সাফ
ইয়াহিয়া মূর্ত কি ছিলে সেই দলে
উনিশশো উনিশের তেরো এপরিলে।
কুখ্যাত তোমার পূর্ব পুরুষের
নিষ্ঠুর নাদিরের গ্লানির ধারক
উনিশ শো একাত্তর পঁচিশ মার্চে
জালিয়ানও'লাবাগ ঘটাইলে ফের
পূর্ব বঙ্গে সেই উনিশের জের।
নামহীন অজানিত মৃতের জনতা
মৃত্যুহীনের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে
স্বর্গের দাসরূপে চাহেনি বাঁচিতে
ঢের প্রেয় দুঃখের স্বাধীন মরণ
শ্রেয়তর বিক্ষত মুক্ত জীবন।

বিপ্লবের আকাশে প্রকাশের সাড়া
ধীরে ধীরে বিস্তৃত ছড়ায় ইসারা
ডায়ার জানো না হায় রোপে দিলে তুমি
স্বাধীনতা পূত বীজ—জাগে এই ভূমি
ইয়াহিয়া ! সেই ভুলে জাগে আওয়ামী।
ডায়ার ও ও'ডায়ার দুই ঘৃণিতের
অত্যাচারে প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত
অগ্নি সঙ্গী বায়ু—ইয়াহিয়া আর
বিবেকবিহীন ভুট্টো জুলফিকার
নিন্দিত ধিক্কৃত সারা বিশ্বের।
হেথা এ হাঁক ডাক নহে আড়ম্বর
পাঞ্চজন্য নাদ প্রস্তুতি তরে
অধর্ম অন্যায় বিনাশের পরে
ন্যায় ধর্মে মুখর হবে অম্বর
অত্যাচারী ক্রুর হস্ত সংবর।

দুই বাংলার নজরুল

কাব্য কুঞ্জে আসে নাকো অলি ভ্রমর তোলে না গুঞ্জরণ
মৌ-লোভী যত মধুপের ঝাঁক করে না পুষ্প মধু হরণ
বেলা মালতীর হারানো সুবাস
স্মৃতির স্মরণে আনে ব্যথা শ্বাস
গজমোতিহারা ঐরাবত যে পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগণ
তুষার বিহীন হিমাচল চূড়া স্থানু দুর্বার প্রভঞ্জন।
চৈতী গজল পিলু ভাটিয়ালী প্রজাপতি নটীর দূতিয়ালী
ফুল হ'তে ফুলে জাগাতে কামনা নব মুকুলের কত সাধনা
শুখায়ে গিয়াছে আশা সাধ শত
উদাসী ঝাউয়ের দুখগীতি যত
বায়ু হাহাকার কাঁদিয়া ফিরিছে জাগিছে অশ্রুর দেওয়ালী
পান্থশালার পথিক কণ্ঠে হায় নিঃশেষিত কাওয়ালী।
গুল বাগিচার চঞ্চল চিত খেয়াল খুস দিল বুলবুল
পাষাণ কারার শিকল ভাঙা কোথা সে উদাম সুর অতুল
চম্পা চামেলী টগর যূথিকা
সবে পলাতকা রাখি তোমা একা
তোমার কাননে কণ্টকলতা আঁধার বিষাদের এলোচুল
বক্ষে দুলিছে অগ্নির মালা শ্যামার আরক্ত জবাফুল।
দাহিকা সমাহিত নিঃশেষিত জ্বালাহীন ধীর প্রাণ বিপুল
ভস্মাচ্ছাদিত রুদ্র স্তিমিত অট্টহাস কোথা দিলখুল
অগ্নিগর্ভ গিরি ভিসুভা'স
হারায়েছে তার সব উচ্ছ্বাস
বীর বিদ্রোহী অগ্নিবীণার অশান্ত কবি চির আকুল
শান্তি কুম্ভে বারি ভরি দিলে পদ্মা গঙ্গার নজরুল।

—'ছোটদের কাগজ'—

আবার আসিবে ফিরে

অব্যর্থ যমেরও ব্যর্থতা পরাজয় ঘটে
বারবার মানুষের ভালবাসা প্রেমের নিকটে
উচ্চ স্বর্নাসন হতে পৃথিবীতে আসে নেমে
তুচ্ছ মানবীর কাছে পরাজিত—হায়! তবু
তৃপ্ত হয় ধরণীর সুশীতল হৃদয়ের স্বাদে।
তাদের অচঞ্চল অক্ষয় স্নিগ্ধ ভালবাসা
মাটীর কুটিরে গড়ে অনন্ত বৈকুণ্ঠের আশা
দেবত্বের সত্বারে সেথা প্রতিষ্ঠার পর
সবুজ কোমল তৃণ শিশিরের বিন্দু উপর
আঁচল বিছায়ে বসায় আপন শ্যামল প্রিয়রে।
সেই সাবিত্রী বেহুলা কোন কল্পনার নয়
নয় রূপ কথা কাহিনী কন্যা স্বপন চারিণী
স্বামী সাথে উদরান্নের সংস্থানে ফেরে
গজারি কাঠের সন্ধানে ; সাবিত্রী অনন্যা
আমার গাঁয়ের পথে ফেরে সে—নিত্য দেখি তারে।
চাঁদ সদাগর বণিকের দুলালী বেহুলা ধনি
চ্যাং-মুড়ি-কাণী দেবী মনসার কোপে সন্তাপে
কাল নাগিনীর কালকূট বিষাক্ত দংশনে
হারায় লখীন্দর স্বামীরে সে লোহার বাসরে
কাঁদে না তবুও ফুরায় না—মরে না ত মাথা কুটে।
অবিনশ্বর অব্যয় আত্মা বিনাশ নাই
তাই যবে যেথা যাই অহরহ দেখিতেই পাই
তাপিতা সাবিত্রীরে ভাওয়ালে ঘন জঙ্গলে
অথবা সমতটে (বগড়ির) সুঁদুরীর তলে
মৃত স্বামী সত্যবানের দেহ স্কন্ধে লয়ে।

আরো দেখি আজ শীতলক্ষ্যা, পদ্মার বুকে
কর্ণফুলী, মেঘনা, গড়াই অথবা ধলেশ্বরী
বুড়ী গঙ্গা, কপোতাক্ষ কি ভৈরবেতে ভাসে
গত প্রাণ লখীন্দর শির কোলে নিয়ে—
বেহুলা কলার মান্দাসে
ধ্রুবতারা আঁখি জাগে বিমুক্ত আত্মারে ফিরাতে।
তোমারে মিনতি মাগো অনুনয় কথা রাখ আজ
মুছে ফেল সর্ব দুঃখ এই বিষাদের সাজ
তোমার আত্মার আত্মীয়েরা ফিরে এনে দেবে
সত্যবান, লখীন্দর আর গত শত প্রাণে
পুনরায় গা'বে পাখী দূর্ ওই হিজলের বনে ;
সোনাঝরা বালুচরে চকাচকী মিলিবে আসরে
শাঁখা পরা হাতে শিউলি বকুল বিছানো পথে
তোমার অঙ্গণে অলক্তক চরণ চিহ্নে
বেহুলারা আসিবে ফিরিবে জোড়ে
বাদামের নায়ে—তোমার নদীর ঘাটে—
মৃত্যুমুখে মৃত্যুজয় শিক্ষা জ্ঞান লয়ে
নচিকেতা পুনরায় হাসিবে, আসিবে তোমার আলয়ে।

নতুন তা

চৈত্রের ঝড়ে
শুকনো হলুদ রঙ বিবর্ণ খড়মড়ে
পাতাগুলো কোথা কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায়—
এধারে ওধারে আর যত সব ঝরাপাতা
পায়ে চলা পথে
গুঁড়িয়ে গুঁড়ে হয়ো ধূলো হয়ে
মাটির কোলেতে মিলে মিশে অস্তিত্ব হারায়।
ওধারে ঝড়ের সেই রাতে ধানমণ্ডির কুটীর হতে
জ্যোতির উজ্জ্বল একটি রেখা
পূর্ববাংলার আকাশে নক্ষত্রের রূপে
প্রকাশ পায়—পাওয়া যায় দেখা ;
সেই নব সৃষ্টির সন্ধান পেতে
বেরিয়ে পড়ে মুক্তিকামী পুত্রেরা
যেমন পূর্ব দেশ হতে জ্ঞাণী গুণী চতুষ্টয় দূতেরা।
এরাও ক্রমান্বয়ে সেই মত তাড়া খায়
যেন বেথলেহেম হতে জেরুজালেম পথে
তাহারাও ধূমকেতু পুচ্ছ তাড়নায়
সেই তারারে তাড়ায়—আর দম্ভে গর্বে ভাবে
অশান্তির লক্ষণ হতে পৃথিবীকে খুব বাঁচানো হলো
কিন্তু দেখা যায় তাহারাও ওই ধুমকেতু সাথে
জ্বলে পুড়ে নিমেষে নিঃশেষ—আর
কোটী সূর্য্যের তেজ ধরে বিশ্বের আকাশে
সেই তারা নিদ হারা জেগে আছে অনির্বাণ অনিমেষ।

বিশ্বরূপ দর্শন

(বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন শিলিগুড়ি অধিবেশন উপলক্ষে)

সর্ব অঙ্গ প্রদক্ষিণের সুফলে অয়ি বিশ্বময়ী।
বিশ্ব পরিক্রমায় মা গো মা হয়েছি আমি সর্বজয়ী॥
পলকে তোমার অঙ্গ বেড়িয়া
বিশ্বমায়ের স্বরূপ হেরিয়া
হই কৃতার্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ আমার ওগো জন্মভূমি।
জগৎ সভার কনক কিরীট ধারিণী বাংলা দেশ তুমি॥
ফকির আউল সন্ত বাউল দরবেশ সাধু মুরশীদ
নষ্ট চন্দ্র কলঙ্কী চাঁদ খুসী মুবারক চাঁদ ইদ
মুয়াজ্জিমের আজানের সাথে
গৃহলক্ষ্মীর শাঁখা পরা হাতে
সাঁঝ আরাধনা নিশা বন্দনা শঙ্খ ফুঁয়ের আবাহন।
সোনার বাংলা জননী আমার অপরূপা গো চিরন্তন॥
তোমার বক্ষে সজল চক্ষে চেরাপুঞ্জী ওই শোভিছে
রুক্ষ ঊষর শুষ্ক ধূসর কঙ্কর ভূমি ও রহিছে
স্রোত-সাথে নামি কোথা যাও থামি
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে মহানদী গামী
সঞ্চয় ধন পাষাণ রতন রাশি রাশি যত শিলা নুড়ি।
রেখে যাও পাছে বিশ্বের মাঝে তরাই অরণ্য শিলিগুড়ি॥
সেথা সে গভীরে বনপথে ফেরে হিংস্র শ্বাপদ রঙ্গে
পর্বত শ্রেণী মাথা গণি গণি খেলে তরঙ্গে তরঙ্গে
যায় মিলে মিশে দূর নীলাকাশে
অরণ্য পর্বত মেঘ ছায়া ভাসে
হিমালয় পাদমূল উৎরাই চড়াই দুর্গম শৃঙ্গ।
হ'লে মোহিনী শৈলরাণী দার্জিলিং—আসন দুর্জয় লিঙ্গ॥

গ্রীষ্মে তোমার দাবদাহ হরা আম কাঁঠালের কম ছায়া
জলভরা মেঘ বর্ষা শোভায় ধরে যে ধূম্র ঘন কায়া
সারি গান গেয়ে বেয়ে যায় নেয়ে
চারা ধান রোপে চাষী ছেলে মেয়ে
পাতার টোকায় সজল ধারায় সারে অন্নের আয়োজন।
ক্ষুধিত ধরার ক্ষুধা মিটাবার দায় অন্নের প্রয়োজন॥
কাজল কৃষ্ণ কবরীর ভার আকাশের বুকে ছড়ায়েছ
সজল সমীরে শ্যাম সমারোহে ধরণী বক্ষ সাজায়েছ
দাহ সন্তাপে দগ্ধ হিয়ার
মিটাও তিয়াস করুণা ধারার
সঘন ছায়ায় পুলক মায়ায় শারদ কামনা জাগায়েছ।
সোনালী শরতে সোনাঢালা রোদে ভুবন ভরিয়া আসিয়াছ॥
ভরা নদীচরে শঙ্খধবল কাশের চামর সে ব্যজনে
ধরার শিউলী পেঁজাতুলো মেঘ কানাকানি ধরণী গগনে
হিমানী ঋতুর হিম বিন্দুর
বারতা আন' সুদূর সিন্ধুর
পশরার ভার হেম সম্ভার নবীন ধান্য অঘ্রাণে।
ধরার পুষ্টি পোষণে তুষ্টি ধান্যলক্ষ্মীরূপা ত্রাণে॥
শীতে সঙ্কোচ কাঁথা ঘেরাটোপ লাজ অবনতা সুন্দরী
ধান কাটা শেষ সাজ হীনা বেশ প্রসব অন্তে কৃশোদরী
পুনঃ নব বেশ বিভোর আবেশ
পুলকে শিহরে শোভে দিগ্দেশ
সরসে রভসে পরম হরষে সাজিলে রূপসী বসন্তে।
নব কিশলয়ে আম্র মুকুলে বরণীয়া শৈত্য অন্তে॥

সবিনয় নিবেদন

মাপ করবেন
ছোট কথা কানে হয়ত বা নেবেন
অথবা "নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে,"
এই নীতি কথা মেনে না নিতেও পারেন কানে
তবু কথাটা বলাই ভাল।
ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইমপিচমেণ্ট—
বার্কের বক্তৃতা পড়ছি একমনে
হেষ্টিংস আর ক্লাইভ ছায়া ছবি যেন
পাশাপাশি দাঁড়ায় আসি ;
ক্রমে মূর্তি ধরে—স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়
আর কি আশ্চর্য্য ! দেখা যায়
ইয়াহিয়া খাঁ কসাই
এবং অন্যজন
পুনরায় মাপ করবেন
সেক্রেটারী জেনারেল মশাই।

ঐতিহাসিক দায়িত্ব

সেদিন ছিল ডিসেম্বরের ছয়
খ্রীষ্টাব্দ উনিশশো একাত্তরের দিন
সেদিন হলো মানব সভ্যতায়
মহান ভারতবর্ষের একটি মহৎ অবদান
জীবন মরণ সংগ্রামরত স্বাধীন বাংলাদেশ
সর্বপরবশ্যতাই যার চরম অভিশাপ
আত্মবশের সাধনায় সে জীর্ণ সর্বস্বান্ত
এবার বুঝি কঠিন তপে মিলিল পরম ধন।
বিশ্বমঞ্চে সৃষ্টি হলো একটি নব জাতকের
কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রের আবির্ভাব জানিয়ে দিলো ভারত
পূর্ণ স্বাধীন সত্বারে দিয়ে মর্য্যাদার স্বীকৃতি
উভয়কেই সাজায় গরিমায় ;
পুণ্য হয় ভারতের
ধন্য জয় বাংলা।

ষোলই ডিসেম্বরের ছড়া সপ্তক

১

লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল নিয়াজী
আর কেন পিঁয়াজী
খুলে ফেলো উর্দ্দী
জলদি ফুরতি
বেনিয়ান লুঙ্গী
প'রে হও মিয়াজী

২

ফরমান আলির লিখিত ফরমান
"বাংলা দেশটারে করিবে কুরবান"
পিছে ফেরে মিসাইল হ'য়ে ব্যুমেরাং
নতজানু নাকে খৎ হাতে ধরে কান

৩

মালিক হায় শালিক বৃত্তি নিলে অবশেষে
ইণ্টার-কনটিনেণ্টাল খাঁচার দাঁড়ে বসে
চোখ পিটপিট চক্ষুরোগ
হস্ত কাঁপে এ দুর্ভোগ
মিথ্যা সেধে নিলে তুমি স্বর্ণ খাঁচার আশে
মুক্ত জীবনটারে বাঁধো বন্দীদশার ফাঁসে।

৪

ইয়াহিয়া হুক্কাহুয়া
আঙুর ফল টক
হারেমেতে ঝাড়ো খালি
বিগ বিগ টক

৫

জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো
কিসের জোরে মেড়া লড়ে
কোথায় তোমার খুঁটো।
যে পাতেতে খাও তুমি
সেই পাতেতেই—ছ্যাঃ
ছুতো হাঁড়ি ভেঙ্গে হাটে
হারাও শেষ কুটো॥

৬

নিকসন ব্যাডসন
কুপুত্তুর বাপের
ইয়াহিয়া হতে উঁচু
আরো এক ধাপের।

৭

অল্প কথার মানুষ ছিল
বার্নাড শ'
পেঁচিয়ে তাতে কাটতো সবে
যেন হ্যাক স'
গোরে যেতে চাসরে তোরা
কোন ঢংয়েতে ক'
কম কথাতে জানতে চান
সেটা মানেক শ'।

—'যষ্টিমধু'—

আমার বাংলা দেশের মা

মাগো বিনির্মুক্ত জঠর ভার
অবসাদ হ'ল শেষ
দশমাস ব্যাপী শঙ্কা কুণ্ঠা সব অবসান
রমনার রেসকোর্সে যে ছিলে তুমিই আধার
বলিষ্ঠ সন্তান সেথা আজ তোমার অবদান।
রক্তাক্ত পথে ভূমিষ্ঠ হওয়া অমোঘ বিধান
জন্মলগ্নে এরে মাগো করো আশীর্বাদ
ললাটে পরায়ে দাও বজ্র জয়টিকা
শুচি প্রক্ষালনে সর্ব অঙ্গে বুলাও তোমার
শৌর্য্য বীর্য্য পরশমণির ছোঁয়া।
জন্ম যার দুখের রাতে আঁধার কারাগারে
সেই ত মাগো দুঃখ হরা
ধরার যত পাপের ভার হরণ করে ;
তুমি তাকে ধারণ করে
ধন্যা হলে জননী দেবকী।
মায়া রূপে বুদ্ধ মাতা
মেরী তুমি যীশু মাতা
হজরতের আমিনা
চৈতন্যের শচীমাতা
গদাধরের চন্দ্রমণি তুমি জননী ;
বিশ্বময়ী তুমি যে গো—তুমিই ভারতমাতা
তুমি আবার আপন ঘরে আমার বাংলা মা
তোমারে করি নমস্কার।

সপ্তম নৌবহর

অহিরাবণ মহিরাবণ সপ্তরথী মিলে
সপ্তম নৌবহরের ব্যূহ রচিলে
ইচ্ছা ছিল অতি উচ্চ
ব্যাস বাল্মীকি হবে তুচ্ছ
নব রামায়ণ মহাভারত দেখাবে অখিলে
ব্ল্যাক মেলিংয়ে চালবে চাল বাংলার সলিলে।
হায় গো হায় অশ্বত্থামা নিশীথে হীন বেশে
হত্যালীলা চালায় বটে কিন্তু অবশেষে
মণি কর্তন ছিল বাকি
স্মরণে সেটা জেগেছে কি
না সূর্য্যদেব আছে কি গেছে বুঝতে জয়দ্রথ
আড়ালে দেখে যুদ্ধ যার হাজার বছর ব্রত।
তাই কোরিয়া, কাম্বোডিয়া, তাইওয়ান কি শ্যাম
দরিয়ার জল ঘোলা করো জ্বালাও ভিয়েৎনাম
তুমি হও সে "যমুনাদাসী"
বলে "পরের খেতে ভালবাসি"
অতি লোভে বে অব বেঙ্গল হবে বে অব পিগ্‌স
দুয়ো নিকসন ধিক ডবল ডবল কিক্‌স।

মানবক ও শাবক

মানুষীর গর্ভে জন্ম নিলে হয় যে মানুষ ;
পশুর শাবকে ওড়ায় না রঙীন ফানুষ।
পশুধর্মে গড়ে ওঠে স্বভাব সঠিক ;
দোলায়িত মানব হৃদয় বিকট বেঠিক।
শাবক ও মানবক সহজ সরল ;
পশু পশুই—মানব কপটতা ছল।

ভারত কন্যা

বিশ্বজোড়া ভ্রূভঙ্গিমা ও গ্রহ উপগ্রহ যত
স্তিমিত করে দীপ্য হলে মধ্যাকাশে সূর্য্য মত
সহসা একি ! দেবীলক্ষ্মী বাহির হন সদর পথে
বিষ্ণুনারায়ণও সাথে তাঁর গরুড় বাহন রথে
ভবন ছাড়ি শীঘ্র করি চলেন তাঁহারা কি কারণে—
"জমেছে পাপ মনস্তাপ ধর্ম আচার লঙ্ঘনে
বিধর্মীরে স্থান দাও ধর্ষিতারে দাও আসন
কেমন করে সইব' মোরা অনাচার ধর্মনাশন"
তুমি তখন অনুনয়ে ও বিষাদমাখা ঈষৎ রোষে
অনুযোগের সুরে জানাও "যাহারা নিছক বিনা দোষে
নির্য্যাতিত গৃহচ্যুত বাস্তুহারার সেই দলে
আশ্বাস ও আশ্রয় দি' আর কিঞ্চিৎ সম্বলে
যুগযুগান্ত অহিংসা মানবের এ সদ্ধর্ম
শরণাগতে অভয়দানে পরিচিতি ভারত মর্ম
প্রাণান্তেও সেই সত্যে মোরা ছাড়ি নাই কোন লোভে
অহৈতুক এ কৌতুক শ্রীনারায়ণ দোষী হবে"
সত্যনারায়ণ তখন চিন্তা করেন যথার্থ
সত্য পালনে অবশ্য ভারত দৃঢ় মনস্থ
অতএব এ গৃহস্থেরে ছেড়ে যাওয়া নহে ন্যায়
দেব অনুচিত কাজ বিপরীত করিব না অন্যায়—
বিষ্ণুর সাথে ফেরেন ভারতে লক্ষ্মীও গুটিগুটি
'ভারত রত্ন কন্যা ইন্দু - তুমে জিতা রহো বেটী' ।

মায়ের স্মৃতি

যখন আমি ছোট ছিলাম যখন কচি ভাইটি পেলাম
তারই জন্যে মাতৃস্তন্যে
আমার ভাগটা ছেড়েই দিলাম।
তবুও সেকি ভুলতে পারি ছেড়ে দেওয়া দখলদারী
আলতো ঘুমে মিটিমিটি আঁধার ঘরে গুটি গুটি
তোমার বুকে পরম সুখে ভাগের সেই খবরদারী।
সময় বেলা কমছে যত বয়স আমার বাড়ছে তত
ভূমণ্ডল ঘুরছি দেখি তুলনা তোমার নাই
ঐ অপরূপ মূর্তিখানি হৃদয় জোড়া ঠাঁই।
তোর চিবুকে কৃষ্ণ তিলে তুল কোথা তার এ নিখিলে
ওই আননে দিন স্বপনে কি জানি কি পেয়ে
নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে মুখের পানে চেয়ে।
আমার সাথে জাগতো চাঁদ মেলাতে নিজের ছাঁদ
পড়তো আলো নাকছাবিতে অরূপ রতন সে নিভৃতে
জীর্ণ ঘরে উঠতো গড়ে রূপসায়রের বাঁধ।
চাঁদের আলোয় তোমায় দেখি মুখ লুকালো জ্যোৎস্না একি
কোথায় গেলো জোনাক চুমকি তারার নীলাম্বরী—
বোঝাই কাকে প্রাণছাড়া এ দেহের দুঃখ সেটা কি।
কোথায় তুমি কেমন করে অবহেলায় বিরাগ ভরে
এর পরেতে হারিয়ে গেলে কোন সে নিরুদ্দেশে ;
ভুবন মাঝে তোমায় খুঁজি নিঃসম্বল সকল পুঁজি
রই নিরাশায় নিরালোক অন্ধকারে
হৃদয় মাঝে নিবিড় নীরদ চেরাপুঞ্জি বাহিরে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

অক্ষর পরিচয়—হাতে খড়ির দিন
ছাব্বিশ বছর কেটে গেল এ থেকে জেড্
সব কটি বর্ণমালার পেতে পরিচয়
আনুপাতিক বছর প্রতি একটি হরফ হয়।
গুলে খাওয়া হয়ে গেছে সব
বাতাপী বা ইল্বল এখন কোন নামেই
ডাকাডাকি হোকনা কেন যতই
গণ্ডুষে সব হজম হয়ে তলিয়ে উদরসাৎ।
উদ্গারণে পুণর্দেখা মিথ্যা দুরাশা
টুটা ফুটা "ফাঁকিস্তান" পোত ভরাডুবি
নিরাপদ বন্দর খোঁজ—চলে ছুটোপাটি
এস. ও এস নাভিশ্বাস "বাঁচাও মোদের প্রাণ"।
অ্যালফ্যা ঔমিগ্যা—আদি অন্ত আয়ুব জুলফিকার
এ হতে জেড্ আঙ্গুল ঘষায় চিহ্নবিহীন
নতুন ছাঁদের বর্ণমালার চলে অলীক সন্ধান
তওবা! তওবা সেই ডাইরেক্ট এ্যাকশন।

উৎস তীর্থে

উৎস মুখে
এপার ওপার সন্ধান
ব্যর্থ পরিণাম।
আজ তাই সে প্রচেষ্টা ছেড়ে
অভিনন্দন জানাতে
সমবেত হয়েছি তোমার উপল ক্ষেত্রে।
মহাকালের জটাজুট হতে
নিষেধের বাঁধন ঘুচিয়ে
মুক্ত ক'রে বাংলাভাষা ধারাটিরে
সারা বিশ্বে কর' প্রবহমান
এনে দাও মান
হে ভগীরথ! জানাই প্রণাম।

আত্মার আত্মীয়

হারানো সিকি অথবা মেষ কি ফিরে পাওয়া ভাই
খ্রীস্টের সেই বাণী হোক—কিছু বাধা নাই
সবটুকু সে আনন্দের মোট যোগফল
ভগবানের দান—মুজিবুর রহমান
তোমাকেই আমরা যে সব দিতে চাই ;
ফিরে পাওয়া ভাই।
দিয়েছি আপন বংশধর নয়নের মণি,
স্বর্গাদপি গরীয়সী মা জননী
মহাগুরু পিতৃদেব পরম পূজনীয়
স্নেহের সোদর ও ভগ্নীগণ কত
দিয়েছি ঘরের শান্তি—কন্যা রমণী ;
নয়নের মণি।
পরম জিনিষ চায় চরম মূল্য
মাতৃমুক্তিপণ অমূল্য
মুক্তি জন্য তাই ভক্তি করে সর্বস্ব দিয়েছি
রিক্ততায় হয়েছি দিগম্বর
বিশ্বের চোখ তাতেই খুললো ;
দিয়েছি চরম মূল্য।
চোখের রোশনাই, দেহের মেদ, মজ্জা আর
সকল সুখের মুখে দিয়েছি আগুন
বর্তমানে ভস্মসাৎ ক'রে
শ্মশানের মাঝে সাধনার পেতেছি আসন
ওই আসে ওই ঈপ্সিত জোয়ার ;
অস্থি মাঝে দেখা দেবে মেদ মজ্জা আবার।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ কোটালের বান
ধ্বসে পড়ে বালিয়াড়ী—পাষাণের বাঁধ
উঁচু যত ধূলিসাৎ—সব সমতল
এসেছে জোয়ার উচ্ছ্বাস গগণস্পর্শী
ভরা ছিল আকাশ বাতাস আর্ত রোদনে
ধুয়ে যাক কোটালের বানে।
সে উচ্ছ্বাসের পরিসীমা কত—কি তার মাপ
শুধু জানি উচ্চতা পৃথিবী ছাড়ায়
মাথা ঠেকে আকাশের গায়
বুঝি আরও উঁচু সে হতে চায়
জন্ম জন্মান্তরের ঘোচে যত অভিশাপ,
হলো তার সব কিছু মাপ।
এসো এসো প্রলয়ের প্লাবন বন্যা
ধুয়ে দাও রক্তধারা কান্নার কালি—
অস্থি করোটি কঙ্কালরাশির গতি ক'রে
পলির মাটীতে নোয়ার আর্ক হতে ছড়াও
ধরণীরে করো ধন্যা;
হে প্লাবন বন্যা।
সার্থক রূপ পায় বলিষ্ঠ প্রত্যয়—
অলক্ষ্যে শিশিরের ফোঁটা
গড়ে তোলে নব নব প্রাণের সঞ্চয়
তারই প্রতীক আজ—হে মহারাজ
বাঙালী তুমি হলে অবিনশ্বর অক্ষয়:
"জয় বাংলা" জয় বাংলার জয়।

—'যুগশঙ্খ'—

শ্রীমধুসূদন

তোমাকে আমরা মনে ঠিকই রেখেছি
ডবল ডেকারে অথবা ট্রামেতে যেতে
পার্ক সার্কাসের পথে
চোখ দুটি সেমিট্রির কবরের ভীড়ে
মনটাকে সাথে নিয়ে দাঁড়ায়ে যে যায়
স্তম্ভমূলে সমাধি স্থলে ;
এক চিলতে সূর্য্য রশ্মির মত
ঝাঁঝি, পানা ঠেলে কানকো খুলে
যেন অক্সিজেন নেওয়া
কার্বন মনোক্সাইড, স্মগ চারিদিকে জমেছে এত।
দরজা, জানালা সেঁটে দে'য়া ঘর
নিশ্ছিদ্র, রুদ্ধ বায়ু চলাচল পথ
প্রভাব যদি বা কিছু ভর করে
কলমের মুখে আর কাগজের বুকে
পাছে ফুটে ওঠে সেই কুঞ্চিত কেশ মূর্তিখানি—
কিন্তু আমরা পাঠক-পথিক যে
চারণা করি তোমার সরণি।
অবশ্য আজও পড়ি নবীনচন্দ্র,
সত্যেন্দ্র সে ছন্দ যাদুকর,
সুকান্ত, জীবনানন্দ অথবা অতি আধুনিক ;
কালজয়ী কবীন্দ্র রবীন্দ্রের যুগে
জেগে আছে চিরকাল এখনো বাল্মীকি
ক্রৌঞ্চ নিষাদ কাহিনীর সেই আদি কবি—
কালিদাস, জয়দেব সাথে
ধন্য হয়ে আছ-তুমি ও রহিবে সঠিক।

দেশপ্রেমিক

নিত্য তুমি জন্মভূমি আরো গরীয়ান
সব কিছুতে নিন্দা সুখী সদা অসম্মান
ভণ্ড জনে মান্য জ্ঞানে শ্রদ্ধার্ঘ দাও
তৈলপায়ি পক্ষীরূপে পরিচিতিটা চাও
উচ্চ রবে ধরছ যবে পরের ছিদ্রটি
অলক্ষ্যই সূচের মত উপেক্ষার যেটি
চালুনি নিজ লক্ষ কোটি মার্জনীয় ত্রুটি
এমনি ভাবে দেশের তরে কাঁদে তোমার প্রাণ
স্বাধীন দেশে সুনাগরিক ছড়াও সুঘ্রাণ।
বালক কালে সাঁঝ সকালে কর্ণ ছুটি মাঝে
আত্মশ্লাঘা কর্ম ফাঁকি কাজ না করা কাজে
চমক ঝরা চটকভরা ফাঁকির সে কাহিনী
শিশুর মনে গোপন কোনে বিষময় রাগিনী
সে শিশু আজ পূর্ণ যুবা ফিরিস্তী যে চায়
তোমার যত ঋণ কর্ম কিস্তীর আদায়
দেশভক্ত মশাই বড় শক্ত আজ দায়
দেশের তরে দেশপ্রেম লাগালে কোন কাজে
শুনতে চায় দেখতে চায় তোমায় আসল সাজে।

—'যুগশঙ্খ'—

শব ব্যবচ্ছেদ

কি আশ্চর্য্য ধারণা ছিল
আর এইটাই ত চলে আসছিল
যেমন কোন কিছুর সমর্থনে জোর পেতে হলে
আমরা সবাই বলে থাকি—অনাদিকাল থেকেই
এমন ধারা ঘটে আসছে এই নিয়মেই এতদিন।
যেমন সূর্য্য উদয় হওয়ার দিক
আমার পশ্চিমে যারা বাস করে
কিম্বা দক্ষিণ পাশে বা উত্তর ধারে
সকলেই জানে সেটা পূর্বদিক
কারণ ওটা উদয়াচল অনাদিকাল হতে
আর সেটাই সঠিক।
তবে আজ এমন কেন হয়
সেই অবিসম্বাদিত সত্য—
বাস্তবের নিরীখে দোলে ভ্রান্তির দোলনায়
তাহলে ধ্রুবসত্য চিরসত্য হারায় সব সত্বা কি—
মিথ্যা ছলনায় সত্যটাই মিথ্যা হয়ে যায়।
বহু গবেষণা, বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতা
পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্ট, ফোরেনসিক রায়
এ শবের-মৃতদেহের হৃদয়ের তুল দেখা যায়
সশঙ্কিত শশকের বক্ষের সাথে
তবে কি মানব বৃত্তি বিবর্তন পথে—
কাজ তার হয়ে গেছে সুরু
ধীরে ধীরে গিনিপিগ শশকের দলে
সংখ্যা হ্রাস মানবের—পশু বৃদ্ধি চলে।

দিব্যদৃষ্টি

হজ পজ হেঁজি পেঁজি নয় অনাদৃত
মধ্য প্রাচ্য তীর্থযাত্রী আমদানীকৃত।
দৃষ্টি অনুবীক্ষিত শ্যেন কাষ্টমসের
তাহা সব পরিহার নবম আশ্চর্য্যের।
এ ব্যাপারে শুল্ক ফাঁকি লোভনীয় কিছু
মিলিতেও পারে মূল্য বাজার হতে নিচু।
সদা হ্যাংলা জাত ক্যাংলা বিদেশীয় কিছু
গন্ধ পেলে সন্দ ফেলে ঘুরি পিছু পিছু।
তুচ্ছ করে অবহেলে ঘরের ঠাকুর
উচ্চে ধরি গর্ব করি পরের কুকুর।
বিনা ক্ষোভে মত্ত লোভে সর্ব প্রথমেই
পারি যত কুক্ষিগত করি সহজেই।
পায় না যারা ভাগ্যহারা সহানুভূতি দি'
সামনে বারে তুমি পাবে সন্দেহ আর কি।
প্যাণ্ডোরার ঝাঁপি খুলি—ভেদি গগলস
জ্যা মুক্ত তীর আর ছিঁড়ে বগলস—
কনজাংকটিভাইটিস ছাড়িল নিশ্বাস
অবিলম্বে স্বীয় অক্ষি রক্তিম আভাষ;
অতি দ্রুত দুই চক্ষু নবোদিত সূর্য্য
বিশ্বমাঝে সংক্রমিত বাজে ব্যাধি তূর্য্য।
উচ্চ মূল্যে ক্রীত দ্রব্য ফিরে দিতে চাই
বিনামূল্যে কে লইবে ছুটে এসো ভাই।

প্রথা

ঘুষ নেবই ঘুষ দেবই সভ্য রীতি এই যে,
চলছে আজ চলবে কাল অন্য নীতি নেই যে।
বানপ্রস্থে চলছে এটা গার্হস্থেতে বটেই
সর্বজন সম্মতিতে চলে সর্ব ঘটেই।
কাজ আদায় সবাই চায় হেসেই দাও প্যালাটা
আড়ালে বটে সুনাম রটে 'উঃ চামার শালাটা'।
দুঃখে কাঁদ' মেয়ের বাবা নিতান্ত গোবেচারী
কল্য হাস' ছেলের পিতা বেজায় গেরামভারী।
অদ্য দেবে কল্য নেবে দুঃখ কেন তবেই
এমনি ধারা হিসাব করা চলছে নীতি ভবেই।
তোমার সৎ আচরণের সমর্থনে লিপিটি
পাবেই পাবে নিশ্চয়ই খোলা হস্ত মুঠিটি।
অপর নাম তদ্বির এ সর্বজন গ্রাহ্য
চলছে এটা চলবেও তা নয়ক' এহ বাহ্য।

বাস্তু ঘুঘু

২৮.২.৭২

মুক্ত নগর কোলকাতা আমি তার পিতা
দিবানিশি ফিরি ধান্দায়—কে আসল মাতা
জানি না—খোঁজ রাখিনা কয়টা অপোগণ্ড
খায় দায় দাপাদাপি বেওয়ারিশ ষণ্ড
দায়ভাগ আইনে ক'রে ত্যজ্যপুত্তুর
সব কটা ঝেঁটিয়ে সাফ পেটের শত্তুর
একে বাপ তায় বয়সে বড়ো মুখের'পর কথা:
আমার পৈতৃক সম্পত্তি কর্ব্ব যা তা।
বাট্রামকে আউটরাম অনায়াসে পারি
উন্নয়ন, অবনমন কি ইজারাদারী
সব কিছুতে আমার হক মানতে না চাও
খোদা তবে রক্ষে করুন—গোল্লায় যাও
বক দেখান, অনুকরণ কোকিল কুহু কু
অনেক ফাঁদ দেখা আছে দেখ বাস্তু ঘুঘু।

নির্বাচনে সন্নীতি

সদিচ্ছার সফরে তাই বেরিয়েছি
উপদেশ নামাবলী গায়ে।
হিংসারে দূর বনবাসে পাঠিয়েছি
বেলকাঠের খড়ম পায়ে॥
পইতা পুড়িয়ে হয়েছি ব্রহ্মচারী
জগাই মাধাই এককালে।
আজ পরম ভক্ত বৈষ্ণবাচারী
ভুলে যাও গত তিনকালে॥
কারো কোন ভাল মন্দ বলবো না
চোর জুয়াচোর নিকটেই।
অকৃত্রিম মোরা ছাড়া আর কেহ না
যা বলি তা সত্য বটেই॥
স্বার্থপর সুবিধাবাদী সকলেই
উদাসীন বৈরাগী শুধু—
এই শর্ম্মা ; তাই দেখা না দেখা ছলেই
বলি এটা মরুভূমি ধূ ধূ॥
জলধারা আমরাই পারি এনে দিতে
ওরা পারে কুমীর আনতে।
থাক এ কথা—রসগোল্লার হাঁড়ীতে
বলেছি কি ইঁদুর পড়েছে॥

সাদর প্রত্যাবর্তন

উন্নতশির উদ্ধত গ্রীবা দীপ্ত সতেজ জোয়ান
দরাজ বক্ষ স্থির লক্ষ্য বিপদে হও আগুয়ান
ভারতের মণি সশস্ত্রপাণি রক্ষা কবচ অঙ্গে
নিপীড়িত প্রাণে আর্তের ত্রাণে ছুটিলে পূর্ববঙ্গে
ভারত মাতার বীরসন্তান সমাপন আজ সাধনা
তাইত এবার ঘরে ফিরিবার সানন্দ শুভ ঘোষণা
চরণ ধোয়াতে আনন্দাশ্রু নয়ন ভৃঙ্গারে ভরা
কুন্তল দামে মুছাবে ও পদ অঞ্চল ক্লান্তি হরা
বিজন ব্যজনে দারা সুত সনে কাম্য শান্তি মিলিবে
দিকে দিকে তব খ্যাতির বারতা যুগযুগান্ত ঘোষিবে
যাজ্ঞসেনীর মুক্তবেণীর লাঞ্ছনায় হিয়া কাঁদে
সাম্যের পথে ন্যায়ের সারথ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদে
সান্ত্বনা দিতে দুঃখ হরিতে অনন্য জুড়ি নাই
এস ফিরে আজ ধর শিরে তাজ জয় হে জওয়ান ভাই।

